Leaflet No.: NRC Assam/leaflet/verification-1/2015

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

একটি শুদ্ধ নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুতকরণের জন্য এন আর সি আবেদনপত্রের পরীক্ষণ এবং পরিবারের বংশলতিকার বিস্তৃত বিবরণ দাখিল সম্পর্কীয় প্রচারপত্রিকা

এন আর সি উন্নীতকরণ প্রক্রিয়ায় বর্তমানের স্থিতি কি ?

৬৮.৩৩ লাখ আবেদনপত্র এবং প্রায় ৫ কোটি নথিপত্রের পরীক্ষণের কাজ পূর্ণগতিতে চলছে। আবেদনপত্রগুলো টাইপ করে কম্পিউটারে ঢোকানোর (ডিজিটাইজেশন) কাজও প্রায় শেষ হওয়ার পথে।

পরীক্ষণের পদ্ধতি কি ?

নাগরিকত্ব (নাগরিক পঞ্জীয়ন এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয়পত্র প্রদান) আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩ এর ভিত্তিতে এই পরীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে যেখানে আবেদনপত্রসমূহের পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার বিবরণ উল্লেখিত আছে এবং এভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "ধারা ২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে গ্রহণ করা আবেদনপত্রের পরীক্ষণ আবেদনপত্রে উল্লেখ করা তথ্যের সংগে কার্য্যালয়ের তথ্য মিলিয়ে, যেসব ব্যক্তির তথ্য সঠিক পাওয়া যাবে তারা সংকলিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্য হবে।"

পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি কি ধরণের হবে ?

সাধারণতঃ কোন নথিপত্র প্রমাণিতকরণের পদ্ধতি হচ্ছে নথিপত্রের ফটোকপির সংগে মূল প্রতিলিপি মিলিয়ে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা যে কোন চাকরির নিয়োগের সময় করা হয়। কিন্তু একটি শুদ্ধ রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করার জন্য এই পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রমাণিতকরণ সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে হবে। দাখিল করা প্রায় ৫ কোটি নথির প্রতিটি, নথি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিতগুলো নিশ্চিত করার জন্য পাঠানো হবে -

১। সেই নথিটি প্রকৃতপক্ষে কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারী করা হয়েছিল কি না এবং,

২। আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা নথিতে উল্লেখিত বিবরণগুলোর সংগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারী করা মূল নথির লিপিবদ্ধ বিবরণের সংগে মিল আছে কি না।

কার্য্যালয় পরীক্ষণের দ্বারা নকল প্রমাণিত হওয়া নথিপত্রগুলো বাতিল করা হবে।

ক্ষেত্র পরীক্ষণ পরিচালনা

পরীক্ষণকারীর দল বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে -

১। আবেদনকারীর পরিচয়ের প্রমাণ এবং ফটো মিলিয়ে দেখা।

২। দাখিল করা নথির সংগে মূল নথি মিলিয়ে দেখা।

৩। দাখিল করা নথিগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হয় কি না মিলিয়ে দেখা।

৪। তালিকা-Bর নথির দ্বারা সম্পর্কের দাবীর পরীক্ষণ।

৫। তালিকা-Bর অবিহনে পরীক্ষণকারীর দল দ্বারা আইনী পদ্ধতিতে সম্পর্কের যোগসূত্র নিশ্চিত করা হবে।

৬। লিগেসি ডাটায় 'ওরফে' / ভুলভাবে থাকা নামের সঠিক বিবরণ নির্দ্ধারণ।

৭। প্রয়োজনসাপেক্ষে আবেদনপত্রে সংশোধন এবং কোন প্রশ্নের পূরণ না করা উত্তরের বিবরণ সংগ্রহ করবেন।

৮। অতিরিক্ত কোন নথি সংগ্রহ করা।

৯। সমগ্র অসমে বিভিন্ন আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা বিবরণের সংগে মিলিয়ে পরিবারের বংশলতিকা (পরিবারের সদস্যগণের তালিকা) সংগ্রহ করা। আবেদনকারীদের দ্বারা দাখিল করা বিবরণ অনুযায়ী কম্পিউটারসম্ভূত বংশলতিকার সংগে সংগৃহীত বংশলতিকা মিলিয়ে ভূয়ো দাবীসমূহের শনাক্তকরণ এই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়।

বংশলতিকা এবং পরিবারের বংশলতিকা ফর্ম মানে কি ?

বংশলতিকা হল আপনার পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের বিবরণ যেখানে লিগেসি ব্যক্তির সন্তান এবং তাদের নাতি-নাতনীদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে।

আবেদনকারীর পরিবারের বিবরণ জানার জন্য এন আর সি কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রস্তুত করা ফর্মটিই হচ্ছে পরিবারের বংশলতিকা ফর্ম। এই ফর্মটিতে আবেদনকারী, লিগেসি ব্যক্তি, তার সন্তান এবং নাতি-নাতনীসহ পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের নামের সংগে তাদের বিবরণ তুলে ধরবেন।

কোন কোন পরিবারকে বংশলতিকার বিবরণ জমা দিতে হবে ?

এন আর সিতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য এন আর সি সেবা কেন্দ্র বা অনলাইযোগে আবেদন জানানো প্রতিটি পরিবারকে পরীক্ষণকারী দল দ্বারা ক্ষেত্র পরীক্ষণের সময় তাদের বংশলতিকার বিবরণ তুলে ধরতে হবে।

আবেদনকারীদের দ্বারা বংশবৃক্ষের বিবরণ দাখিল করতে হবে কেন ?

কোন অসাধু লোক রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৯৭১ সনের ২৪ মার্চ (মধ্যরাত্রি) পর্য্যন্ত অসম / ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করার প্রমাণ থাকা ব্যক্তির বংশের সংগে নিজের সম্বন্ধ থাকার অসত্য দাবী উত্থাপন করতে পারে।

এধরণের অসত্য দাবী চিহ্নিত করতে লিগেসি ব্যক্তির সংগে দাবী করা সম্পর্কের সব যোগসূত্র ভালভাবে পরীক্ষণ এবং পুনঃ পরীক্ষণ করার প্রয়োজন আছে।

গৃহীত আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা করে কম্পিউটার দ্বারা পরিবারের বংশলতিকা প্রস্তুত করার জন্য সফ্‌টওয়ের তৈয়ার করা হয়েছে যেখানে একজন লিগেসি ব্যক্তির সংগে সম্পর্কের যোগসূত্র দাবী করা আবেদনকারীর সন্তান / নাতি-নাতনীদের বিবরণ থাকবে। অসত্য দাবীগুলো শনাক্ত করতে পরীক্ষণকারী আধিকারীকগণ বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবারের বংশলতিকার বিস্তৃত বিবরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করবেন। এটাকে পরিবারের ম্যানুয়েল বংশলতিকার তথ্য সংগ্রহ বলা হয়। কম্পিউটারসম্ভূত পরিবারের বংশলতিকার সংগে পরিবারগুলো থেকে সংগৃহীত বংশলতিকার তথ্য মিলিয়ে অসত্য দাবীসমূহ শনাক্ত করা হবে। যদি সফ্‌টওয়েরসম্ভূত বংশলতিকায় কোন ব্যক্তির সংগে ৬ জন দাদা / ভাইয়ের সম্পর্কের যোগসূত্র দাবী করা হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই পরিবারটি থেকে সেই লিগেসি ব্যক্তির ৫ জন পুত্র থাকা বলে দাবী করা হয়, সেক্ষেত্রে পরীক্ষণকারী আধিকারীকগণ তথাকথিত ষষ্ঠ ব্যক্তির দাবী (যার নামের উল্লেখ পরিবারের বংশলতিকায় নেই) সহজেই অসত্য বলে শনাক্ত করতে পারবেন।

পরিবারের বংশলতিকা আগে থেকেই সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য কোন অসাধু ব্যক্তি তার লিগেসির মিথ্যা দাবীর দ্বারা কোন ব্যক্তিকে ধনের বিনিময়ে নিজের পরিবারের অংশ বলে এন আর সিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবেন না।

এন আর সি কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই পরিবারের বংশলতিকার তথ্য দিলে ক্ষেত্র পরীক্ষণের সময় পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কের যোগসূত্র প্রমাণ করতে অসুবিধার সন্মুখীন হবেন না।

বংশলতিকার বিস্তৃত বিবরণ দাখিলের দ্বারা এধরণে পরীক্ষণকারী আধিকারীকদের দল (১) অসত্য দাবীগুলো শনাক্ত করতে পারবেন (২) রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য কোন অবৈধ প্রবজনকারীর দ্বারা অমূল্য এই লিগেসি ডাটার অপব্যবহার রোধ করতে পারবেন এবং (৩) পরিবারের সদস্যদের জন্য সম্পর্কের যোগসূত্র প্রমাণের এটা এক মূল্যবান তথ্য হবে।

অসত্য দাবীসমূহ শনাক্ত করতে পরিবারের বংশলতিকার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ত্রুটিমুক্ত একটি নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করতে নাগরিকদের এক অত্যন্ত মূল্যবান অবদান হবে পরিবারের বংশলতিকা দাখিল করাটা।

বংশলতিকার বিবরণ কিভাবে জমা করবেন ?

পরীক্ষণকারীর দল বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবেদনকারীদের পরিবারের বংশলতিকা সংগ্রহ করবেন। এই ফর্মগুলো এন আর সি সেবা কেন্দ্র এবং এন আর সি, অসমের ওয়েবসাইটেও (**www.nrcassam.nic.in**) পাওয়া যাবে।

পরিবারের বংশলতিকার তালিকা পূরণ করাটা ব্যধ্যতামূলক কি ?

পরীক্ষণকারী দলকে দেওয়ার জন্য বংশলতিকার এই ফর্ম আগে থেকেই পূরণ করে প্রস্তুত রাখাটা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু পরীক্ষণকারীর দল যখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করবেন, তখন এই তথ্যসমূহ পরীক্ষণকারী দলকে দেওয়া বাধ্যতামূলক।

নাগরিকত্ব (নাগরিক পঞ্জীয়ন এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয়পত্র প্রদান) আইন ২০০৩ এর ধারা ৮ এর অধীনে পরীক্ষণকারী আধিকারীকদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, প্রয়োজন সাপেক্ষে এই আধিকারীকগণ কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তাদের জ্ঞাত যে কোন তথ্য চাইতে পারবেন যার দ্বারা কোন ব্যক্তির নাগরিকত্বের স্থিতি নিরূপণ করতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি এই তথ্য নিরীক্ষণকারী দলকে অবগত করতে আইনগতভাবে বাধ্য। সেজন্য পরীক্ষণকারী আধিকারীকদের কাছে বংশলতিকা দাখিল করাটা প্রয়োজনীয়।

জনগণ আগে থেকেই এই ফর্মগুলো পূরণ করে না রাখলে পরীক্ষণকারীর দল বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরীক্ষণের সময় এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করবেন।

তাই বাধ্যতামূলক না হলেও, আগে থেকেই এই তথ্যগুলো প্রস্তুত করে রাখলে আধিকারীক এবং জনগণ উভয়ের জন্যই দ্রুত পরীক্ষণ এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করতে এটা সহায়ক হবে।

পরিবারের বংশলতিকার ফর্মটি পূরণ করতে অশিক্ষিত লোকদের জন্য কোনো সহায়তার ব্যবস্থা আছে কি ?

পরীক্ষণকারীর দল বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরীক্ষণ করার সময় পরিবার থেকে তথ্যগুলো নিয়ে পূরণ করবেন।

পরিবারের বংশলতিকার ফর্ম কিভাবে পূরণ করবেন ? (বংশলতিকার নমুনা ২য় পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে)।

পরিবারের বংশলতিকায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলো উল্লেখ করতে হবে।

ক) **এ আর এন নম্বর (আবেদন প্রাপ্তির নম্বর) ঃ** এন এস কে বা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় আবেদনকারীরা আবেদন প্রাপ্তির যে নম্বরটি পেয়েছেন সেটি পরিবারের বংশলতিকার ফর্মের প্রথম কলমে লিখতে হবে।

খ) **লিগেসি ডাটা কোড ঃ** আবেদনকারীকে এখানে লিগেসি ডাটা কোড লিখতে হবে। পরিবার দ্বারা যদি একাধিক লিগেসি ডাটা কোড (যেটা বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, কারণ তারা নিজের মাতা-পিতা বা পূর্বজের লিগেসি ডাটা কোড (যদি উপলব্ধ থাকে) উল্লেখ করবেন) ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

গ) **লিগেসি ব্যক্তির নাম ঃ** এই অংশে সেই লিগেসি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যার লিগেসি ডাটা কোড পরিবারটি সম্পর্কের যোগসূত্রের জন্য ব্যবহার করেছে। একটি পরিবারে যদি একাধিক লিগেসি ডাটা কোড ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, স্বামী এবং স্ত্রী তাদের নিজ নিজ পূর্বজের লিগেসি ডাটা কোড ব্যবহার করেছে, সেক্ষেত্রে লিগেসি ডাটা কোডের বিবরণ পরিবারের বংশলতিকার ফর্মের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দাখিল করতে হবে।

ঘ) **লিগেসি ব্যক্তির স্বামী / স্ত্রীর নাম ঃ** এই স্তম্ভে লিগেসি ব্যক্তিজনের স্বামী / স্ত্রীর নাম লিখতে হবে। যদি লিগেসি ব্যক্তিজনের একাধিক স্বামী /স্ত্রী আছে / ছিল তাহলে তাদের নাম 'কমা' (,)র দ্বারা পৃথকভাবে লিখতে হবে।

ঙ) **লিগেসি ব্যক্তির পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতনীদের নাম ঃ** এই দুটি স্তম্ভে লিগেসি ডাটা কোডের অধিকারীর পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতনীদের নাম লিখতে হবে। পরিবারের বংশলতিকায় উল্লেখিত এই সব ব্যক্তিই যে একটি আবেদনপত্রের মাধ্যমেই আবেদন করবেন অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে যে একই 'এ আর এন' নম্বর প্রযোজ্য হবে এটা জরুরী নয়। যেমন, যদি লিগেসি ব্যক্তিজনের ৪ জন পুত্র এবং ২ জন কন্যা সন্তান আছে এবং তারা যদি বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করছে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই ৪ জন পুত্র এবং ২ জন কন্যা পৃথকভাবে আবেদন করবেন এবং তারা ৬ টি ভিন্ন 'এ আর এন' নম্বর পাবেন। কিন্তু এই সবের বিবরণ বংশলতিকার ফর্মে আহরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এই ৪ জন পুত্র, ২ জন কন্যা এবং তাদের সন্তানের বিবরণ সংগ্রহ করে লিগেসি ব্যক্তির একটি বংশলতিকা তৈয়ার করা হবে যা সেই সন্তান-সন্ততিগণ দ্বারা আবেদনপত্রের মাধ্যমে যে দাবী করা হয়েছে তার সংগে মিলিয়ে দেখা হবে যাতে কোন অসাধু ব্যক্তি সেই লিগেসি ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা হিসেবে নিজের দাবী উত্থাপন করতে না পারেন।

চ) **লিগেসি ব্যক্তির সন্তান এবং নাতি-নাতনীদের বর্তমান ঠিকানা ঃ** যদি কারও সম্পূর্ণ ঠিকানা জ্ঞাত না হয়ে থাকে, তাহলে সাধারণ বিবরণ যেমন জেলার নাম উল্লেখ করলেই হবে।

ছ) মনে রাখবেন যে, পরিবারের বংশবৃক্ষে সন্তান এবং নাতি-নাতনীদের উপাধি যদি লিগেসি ব্যক্তির সংগে একই থাকে তাহলে বার বার লিখতে হবে না। যদি ভিন্ন হয় যেমন, বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে, যারা তাদের স্বামীর উপাধি ব্যবহার করছেন, তাদেরকে উপাধিসহ সম্পূর্ণ নাম লিখতে হবে।

জ) পরিবারের মৃত ব্যক্তির নামও পরিবারের বংশলতিকায় উল্লেখ করতে হবে যাতে কোন অসাধু ব্যক্তি তাদের নাম ব্যবহার করতে না পারে বা তাদের সন্তান হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে না পারে। ব্যক্তিজন যে মৃত সেটা বোঝাতে তাদের নামের পূর্বে ইংরেজীতে 'লেট' বা সাধারণত যেভাবে লেখা হয় (যেমন বাংলায় স্বর্গীয়) সেটা লিখতে হবে।

ঝ) পরিবারের বিবাহিতা কন্যাদের নাম এবং তাদের সন্তানদের নামও উল্লেখ করতে হবে।

ঞ) ফর্মটির নীচে পরিবারের যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে স্বাক্ষর করতে হবে।

একটি পরিবারকে অব্যবহৃত লিগেসি ডাটা কোডের (এল ডি সি) উল্লেখ কেন করতে হবে?

পরিবারের বংশলতিকার ফর্মের নীচে একটি স্থানে 'লিগেসি ব্যক্তিদের অন্য কোন অব্যবহৃত 'এল ডি সি' যদি থাকে, উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। একজন ব্যক্তির একাধিক লিগেসি ডাটা কোড থাকাটি সম্ভব কারণ, তাদের নাম ১৯৫১ সনের এন আর সি বা বিভিন্ন ভোটার তালিকার যে কোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

পূর্বজের অন্য কোন 'এল ডি সি', যদি পরিবারের জ্ঞাত থাকে তার একটি তালিকা পরীক্ষণকারী দলকে দিতে হবে যাতে এই 'এল ডি সি'গুলো কেউ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে না পারে।

উদাহরণস্বরূপেঃ চন্দ্র শর্মার নমুনায়, চন্দ্র শর্মা স্বর্গীয় জনার্দন শর্মার ১৯৭১ সনের ভোটার তালিকার বিপরীতে জারী করা লিগেসি ডাটা কোড ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও পরিবারের কাছে জনার্দন শর্মার অন্য একটি লিগেসি ডাটা কোডও আছে যেটি ১৯৬৬ সনের ভোটার তালিকায় থাকা তার নামের বিপরীতে জারী করা হয়েছিল। পরীক্ষণকারীর দল অব্যবহৃত এই অতিরিক্ত 'এল ডি সি'টি সংগ্রহ করবেন।

এমনও হতে পারে যে একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্য একই লিগেসি ব্যক্তির অন্য কোড ব্যবহার করেছে। সেক্ষেত্রে সদস্যগণ পরস্পর দ্বারা ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত সব কোডেরই উল্লেখ করতে পারবেন।

একটি পরিবারকে বংশলতিকার ফর্মে বিবাহিতা মহিলাদের, যারা এখন অন্য পরিবারের সদস্যা, তাদের বিবরণ দিতে হবে কেন?

এন আর সিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে বিবাহিতা মহিলাদের যারা এখন অন্য পরিবারের সদস্যা, তাদেরকে নিজেদের পিতা-মাতা / পূর্বজের লিগেসি ডাটা ব্যবহার করতে হবে। তাদের সন্তানরাও ইচ্ছা করলে তাদের মায়ের দিকের সম্পর্কের যোগসূত্র ব্যবহার করতে পারবে। এর অর্থ এই যে, কোন ন্যস্ত স্বার্থ থাকা ব্যক্তি এই মহিলাদের পরিচয়ে বা তাদের সন্তানের নামে এন আর সিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অসত্য দাবী করতে পারে। পরিবার দ্বারা বিবাহিতা মহিলা এবং তাদের সন্তানদের বিবরণ দাখিল করা এজন্যই প্রয়োজনীয় যাতে সম্পর্কের যোগসূত্রের অপব্যবহার না হয়।

যদি কোন পরিবার, তাদের বংশের সব সদস্যের নাম এবং ঠিকানা বিস্তৃতভাবে না জানে তাহলে কি হবে?

সেক্ষেত্রে আবেদনকারী পরিবারটি বংশের সেসব সদস্যদের বিবরণ দিলেই হবে যাদের বিবরণ তাদের জ্ঞাত। পরীক্ষণকারী আধিকারীকদের পরিবারের প্রথম প্রজন্মের নামগুলো বাধ্যতামূলকভাবে নিতে হবে যদিও দ্বিতীয় প্রজন্মের যেসব সদস্যের নাম এবং বাসস্থানের ঠিকানা জ্ঞাত নয়, তাদের ডাক নাম উল্লেখ করলেই হবে। যদি ডাক নামটিও না জানা থাকে, সেক্ষেত্রে সেই লিগেসি ব্যক্তির কজন সন্তান এবং নাতি-নাতনী আছে বলে জ্ঞাত সেই সংখ্যাটি উল্লেখ করলেই হবে। এক্ষেত্রে ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে 'নাম জ্ঞাত নয়' বলে লিখতে হবে।

পরিবারের বংশলতিকার ফর্ম কিভাবে পূরণ করবেন তার একটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

আসুন, আমরা দেখে নিই চন্দ্র শর্মার কাল্পনিক পরিবার কিভাবে এই বংশলতিকার ফর্ম পূরণ করেছেন।

এই পরিবারটি এন আর সি আবেদনপত্রে ৪ (চার)টি লিগেসির তথ্য দাখিল করা পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

১. বাড়ীর মুরব্বী মীরা শর্মা তার নিজের লিগেসি তথ্য যেমন - ১৯৬৬ সনের পাসবুক ব্যবহার করেছেন।

২. মীরা শর্মার পুত্র চন্দ্র শর্মা এবং তাদের পুত্র এবং নাতনী স্বর্গীয় জনার্দন শর্মার লিগেসি ডাটা কোড ব্যবহার করেছেন।

৩. পরিবারের বিবাহিতা মহিলা যেমন - চন্দ্র শর্মার পত্নী তরালী শর্মা এবং

৪. উৎপল শর্মার পত্নী মণিষা কলিতা শর্মা তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষের সংগে সম্পর্কের প্রমাণ ব্যবহার করেছেন।

এভাবে এই পরিবারটি নিম্নলিখিত ৪ (চার) টি বংশলতিকার ফর্ম পূরণ করবেন ঃ

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণ, অসম — প্রবিবরণ ৩ - পরিবারের বংশ-বৃক্ষ প্রপত্র (পরিবারের বিতং তথ্য)

এ.আর.এন. নং	লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.)	লিগেসি ব্যক্তির নাম	লিগেসি ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রীর নাম*
40134560209 414600001	456-9086-7899	স্বর্গীয় জনার্দন শর্মা	মীরা শর্মা

ক্রমিক নং	লিগেসি ব্যক্তির পুত্র-কন্যার নাম	বর্তমান ঠিকানা	লিগেসি ব্যক্তির নাতি-নাতনীর নাম	বর্তমান ঠিকানা
1	নাম চন্দ্র	জেলা শিবসাগর	নাম উৎপল	জেলা শিবসাগর
	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিবসাগর	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিবসাগর
	নাম	জেলা	নাম কাবেরী	জেলা গোলাঘাট
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শর্মা হাজরিকা	গ্রাম বোকাখাট
2	নাম নরেন্দ্র	জেলা তিনসুকীয়া	নাম সুস্মিতা	জেলা যোরহাট
	উপাধি শর্মা	গ্রাম ওয়ার্ড নং- 4	উপাধি বরুয়া	গ্রাম কেন্দুগুরি
	নাম	জেলা	নাম নিবিড়	জেলা তিনসুকীয়া
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শর্মা	গ্রাম ওয়ার্ড নং- 4
3	নাম প্রমিলা	জেলা ধেমাজি	নাম আকাশ	জেলা ধেমাজি
	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিলিবর গাওঁ	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিলিবর গাওঁ
	নাম	জেলা	নাম সীমান্ত	জেলা কামরূপ (মহানগর)
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শর্মা	গ্রাম গুয়াহাটী
	নাম	জেলা	নাম মনালিছা	জেলা নগাওঁ
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি গোস্বামী	গ্রাম কলিয়াবর
4	নাম ধরনী	জেলা কর্ণাটক	নাম মানস	জেলা মুম্বাই
	উপাধি শর্মা	গ্রাম ইন্দিরা নগর	উপাধি কাশ্যপ	গ্রাম অজ্ঞ
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম

লিগেসি ব্যক্তির নাম থাকা কিন্তু ব্যবহৃত না হওয়া অন্যান্য লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.) সমূহ: 498-2556-7069 | পৃষ্ঠা নং: 1 | মুঠ ব্যবহৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা: | পরিবারের মুরব্বীর স্বাক্ষর:

টোকা ঃ ১) লিগেসি ব্যক্তির উপাধির সংগে উপাধি একই না হলে স্বামী-স্ত্রী/পুত্রকন্যা/নাতি-নাতনীর উপাধি পুনর উল্লেখ করবেন। ২) পরিবারের মৃত সদস্যের নামও লিখিবেন এবং সেক্ষেত্রে মৃত সদস্যের নামের আগে "স্বর্গীয়" বলে উল্লেখ করবেন। ৩) পরিবারের কোন সদস্যের বর্তমানের ঠিকানা যদি রাজ্যের বাইরের হয় তাহলে, শুধু রাজ্যের নাম লিখবেন। ৪) পরিবাবে মুরব্বীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পরিবারের সদস্য স্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে সদস্য ক্রমিক নম্বরটি উল্লেখ করতে হবে।
* একের অধিক স্বামী-স্ত্রী থাকলে, "," (কমা) দিয়ে পৃথকে সবার নাম লিখবেন।

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণ, অসম — প্রবিবরণ ৩ - পরিবারের বংশ-বৃক্ষ প্রপত্র (পরিবারের বিতং তথ্য)

এ.আর.এন. নং	লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.)	লিগেসি ব্যক্তির নাম	লিগেসি ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রীর নাম*
40134560209 414600001		মীরা শর্মা	স্বর্গীয় জনার্দন শর্মা

ক্রমিক নং	লিগেসি ব্যক্তির পুত্র-কন্যার নাম	বর্তমান ঠিকানা	লিগেসি ব্যক্তির নাতি-নাতনীর নাম	বর্তমান ঠিকানা
1	নাম চন্দ্র	জেলা শিবসাগর	নাম উৎপল	জেলা শিবসাগর
	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিবসাগর	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিবসাগর
	নাম	জেলা	নাম কাবেরী	জেলা গোলাঘাট
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শর্মা হাজরিকা	গ্রাম বোকাখাট
2	নাম নরেন্দ্র	জেলা তিনসুকীয়া	নাম সুস্মিতা	জেলা যোরহাট
	উপাধি শর্মা	গ্রাম ওয়ার্ড নং- 4	উপাধি বরুয়া	গ্রাম কেন্দুগুরি
	নাম	জেলা	নাম নিবিড়	জেলা তিনসুকীয়া
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শর্মা	গ্রাম ওয়ার্ড নং- 4
3	নাম প্রমিলা	জেলা ধেমাজি	নাম আকাশ	জেলা ধেমাজি
	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিলিবরগাওঁ	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিলিবর গাওঁ
	নাম	জেলা	নাম সীমান্ত	জেলা কামরূপ (মহানগর)
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শর্মা	গ্রাম গুয়াহাটী
	নাম	জেলা	নাম মনালিছা	জেলা নগাওঁ
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি গোস্বামী	গ্রাম কলিয়াবর
4	নাম ধরনী	জেলা কর্ণাটক	নাম মানস	জেলা মুম্বাই
	উপাধি শর্মা	গ্রাম ইন্দিরা নগর	উপাধি কাশ্যপ	গ্রাম অজ্ঞ
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম

লিগেসি ব্যক্তির নাম থাকা কিন্তু ব্যবহৃত না হওয়া অন্যান্য লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.) সমূহ: | পৃষ্ঠা নং: 2 | মুঠ ব্যবহৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা: | পরিবারের মুরব্বীর স্বাক্ষর:

টোকা ঃ ১) লিগেসি ব্যক্তির উপাধির সংগে উপাধি একই না হলে স্বামী-স্ত্রী/পুত্রকন্যা/নাতি-নাতনীর উপাধি পুনর উল্লেখ করবেন। ২) পরিবারের মৃত সদস্যের নামও লিখিবেন এবং সেক্ষেত্রে মৃত সদস্যের নামের আগে "স্বর্গীয়" বলে উল্লেখ করবেন। ৩) পরিবারের কোন সদস্যের বর্তমানের ঠিকানা যদি রাজ্যের বাইরের হয় তাহলে, শুধু রাজ্যের নাম লিখবেন। ৪) পরিবাবে মুরব্বীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পরিবারের সদস্য স্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে সদস্য ক্রমিক নম্বরটি উল্লেখ করতে হবে।
* একের অধিক স্বামী-স্ত্রী থাকলে, "," (কমা) দিয়ে পৃথকে সবার নাম লিখবেন।

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণ, অসম — প্রবিবরণ ৩ - পরিবারের বংশ-বৃক্ষ প্রপত্র (পরিবারের বিতং তথ্য)

এ.আর.এন. নং	লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.)	লিগেসি ব্যক্তির নাম	লিগেসি ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রীর নাম*
40134560209 414600001		স্বর্গীয় গনেশ বরঠাকুর	স্বর্গীয়া মাধবী বরঠাকুর

ক্রমিক নং	লিগেসি ব্যক্তির পুত্র-কন্যার নাম	বর্তমান ঠিকানা	লিগেসি ব্যক্তির নাতি-নাতনীর নাম	বর্তমান ঠিকানা
1	নাম স্বর্গীয় কেশব	জেলা	নাম মেঘনা	জেলা কামরূপ
	উপাধি বরঠাকুর	গ্রাম	উপাধি হাজরিকা	গ্রাম আমিনগাওঁ
	নাম	জেলা	নাম নিশিতা	জেলা মরিগাওঁ
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি বরুয়া	গ্রাম জটিয়াবরী
	নাম	জেলা	নাম অনুপম	জেলা নগাওঁ
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি বরঠাকুর	গ্রাম ধিং
2	নাম তরালী	জেলা শিবসাগর	নাম উৎপল	জেলা শিবসাগর
	উপাধি দেবী	গ্রাম শিবসাগর	উপাধি শর্মা	গ্রাম শিবসাগর
	নাম	জেলা	নাম কাবেরী	জেলা গোলাঘাট
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শর্মা হাজরিকা	গ্রাম বোকাখাট
3	নাম শেওয়ালী	জেলা বাক্সা	নাম পাপু	জেলা বাক্সা
	উপাধি দেবী	গ্রাম বেউনামারী	উপাধি	গ্রাম বেউনামারী
	নাম	জেলা	নাম দীপু	জেলা তিনসুকীয়া
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম অজ্ঞ
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম

লিগেসি ব্যক্তির নাম থাকা কিন্তু ব্যবহৃত না হওয়া অন্যান্য লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.) সমূহ: | পৃষ্ঠা নং: 3 | মুঠ ব্যবহৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা: | পরিবারের মুরব্বীর স্বাক্ষর:

টোকা ঃ ১) লিগেসি ব্যক্তির উপাধির সংগে উপাধি একই না হলে স্বামী-স্ত্রী/পুত্রকন্যা/নাতি-নাতনীর উপাধি পুনর উল্লেখ করবেন। ২) পরিবারের মৃত সদস্যের নামও লিখিবেন এবং সেক্ষেত্রে মৃত সদস্যের নামের আগে "স্বর্গীয়" বলে উল্লেখ করবেন। ৩) পরিবারের কোন সদস্যের বর্তমানের ঠিকানা যদি রাজ্যের বাইরের হয় তাহলে, শুধু রাজ্যের নাম লিখবেন। ৪) পরিবাবে মুরব্বীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পরিবারের সদস্য স্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে সদস্য ক্রমিক নম্বরটি উল্লেখ করতে হবে।
* একের অধিক স্বামী-স্ত্রী থাকলে, "," (কমা) দিয়ে পৃথকে সবার নাম লিখবেন।

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর উন্নীতকরণ, অসম — প্রবিবরণ ৩ - পরিবারের বংশ-বৃক্ষ প্রপত্র (পরিবারের বিতং তথ্য)

এ.আর.এন. নং	লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.)	লিগেসি ব্যক্তির নাম	লিগেসি ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রীর নাম*
40134560209 414600001		স্বর্গীয় নিপেন কলিতা	শশী কলিতা

ক্রমিক নং	লিগেসি ব্যক্তির পুত্র-কন্যার নাম	বর্তমান ঠিকানা	লিগেসি ব্যক্তির নাতি-নাতনীর নাম	বর্তমান ঠিকানা
1	নাম সুস্মিতা	জেলা শোনিতপুর	নাম প্রকাশ	জেলা শোনিতপুর
	উপাধি কলিতা	গ্রাম তেজপুর	উপাধি কলিতা	গ্রাম তেজপুর
	নাম	জেলা	নাম মনীষা	জেলা শিবসাগর
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি কলিতা শর্মা	গ্রাম শিবসাগর
2	নাম স্বর্গীয় প্রশান্ত	জেলা	নাম প্রিয়ংকা	জেলা নলবারী
	উপাধি কলিতা	গ্রাম	উপাধি বরা	গ্রাম ওয়ার্ড নং-2
3	নাম ইন্দ্রানী	জেলা গোলাঘাট	নাম ভার্গব	জেলা গোলাঘাট
	উপাধি ডেকা	গ্রাম মরংগী	উপাধি ডেকা	গ্রাম মরংগী
	নাম	জেলা	নাম চয়নিকা	জেলা নুতন দিল্লী
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি শইকীয়া	গ্রাম কর'ল বাগ
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম
	নাম	জেলা	নাম	জেলা
	উপাধি	গ্রাম	উপাধি	গ্রাম

লিগেসি ব্যক্তির নাম থাকা কিন্তু ব্যবহৃত না হওয়া অন্যান্য লিগেসি ডাটা কোড (এল.ডি.সি.) সমূহ: | পৃষ্ঠা নং: 4 | মুঠ ব্যবহৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা: | পরিবারের মুরব্বীর স্বাক্ষর: মীরা শর্মা

টোকা ঃ ১) লিগেসি ব্যক্তির উপাধির সংগে উপাধি একই না হলে স্বামী-স্ত্রী/পুত্রকন্যা/নাতি-নাতনীর উপাধি পুনর উল্লেখ করবেন। ২) পরিবারের মৃত সদস্যের নামও লিখিবেন এবং সেক্ষেত্রে মৃত সদস্যের নামের আগে "স্বর্গীয়" বলে উল্লেখ করবেন। ৩) পরিবারের কোন সদস্যের বর্তমানের ঠিকানা যদি রাজ্যের বাইরের হয় তাহলে, শুধু রাজ্যের নাম লিখবেন। ৪) পরিবাবে মুরব্বীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পরিবারের সদস্য স্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে সদস্য ক্রমিক নম্বরটি উল্লেখ করতে হবে।
* একের অধিক স্বামী-স্ত্রী থাকলে, "," (কমা) দিয়ে পৃথকে সবার নাম লিখবেন।

নিরপেক্ষ পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি শুদ্ধ রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ করতে আমরা দায়বদ্ধ। সব পরিবারকেই তাই বংশলতিকার তথ্য জানাতে হবে। এতদ্বারা আমরা নিশ্চিত করছি যে, উন্নীতকৃত রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীতে কোন বিদেশীর নাম অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং কোন প্রকৃত ভারতীয়র নাম বাদও পরবে না।

বিশদভাবে জানতে এবং সহায়তার জন্য | আমাদের বিনামূল্যের হেল্পলাইন নম্বর ১৫১০৭ (15107) | আমাদের ওয়েবসাইট www.nrcassam.nic.in | রাজ্যিক সমন্বয়ক, রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন, অসমের দ্বারা জনহিতার্থে প্রচারিত।

nrcassam | @NRCupdateAssam দেখুন

Exclusive/NRC/12-2015